সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩১৫
WEEKLY BOOKLET:315

ফয়যানে উম্মে আত্তার

- উম্মে আত্তারের পরিচিতি
- ৭৫ টাকায় ঘর পরিচালনা
- উম্মে আত্তারের কিছু বৈশিষ্ট্য
- কবর থেকে প্রকাশ পাওয়া আশ্চর্যজনক বিষয়

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

প্রথমে এটি পড়ে নিন

মানুষের জন্য আল্লাহ পাকের একটি বড় নেয়ামত হলো “পিতামাতা”। পিতামাতার সদাচরণ ও ইবাদতের প্রভাব সন্তানের উপর অবশ্যই পড়ে থাকে। পিতামাতা নেককার এবং সৎচরিত্রবান হলে তবে সন্তানও নেক পথে পরিচালিত হতে দেখা যায়, সৌভাগ্যবান হলো সেই পিতামাতা, যারা নিজেদের সন্তানদের উত্তম প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। শায়খে তরীকত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه 'র সম্মানিত সত্বা পরিচয় করানোর মুখাপেক্ষী নয়। তাঁর বয়স তখন প্রায় এক কি দুই বছর ছিলো যে, তাঁর আব্বাজান হজ্জে গমন করলেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করলেন। তাঁর আম্মাজানই তাঁর লালন পালন ও শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। মাদানী চ্যানেলে অনুষ্ঠিত আমীরে আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন মাদানী মুযাকারার প্রশ্নোত্তর এবং অন্যান্য প্রোগ্রামের মাদানী ফুল, বিভিন্ন কিতাব ও লিখনীর আলোকে এই বিষয়গুলোকে “ফয়যানে উম্মে আত্তার” নামে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা তাঁর আম্মাজানের ৪৭তম বার্ষিক ওফাত দিবস ১৭ সফরুল মুযাফফর ১৪৪৫ হিজরী (২০২৩ইং) এর সর্বসাধারণের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। এটি অধ্যয়ন করলে আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজানের ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্যাবলী অর্জন হওয়ার পাশাপাশি একজন **“মাকে কেমন হওয়া উচিৎ”** সে ব্যাপারেও মাদানী ফুল অর্জিত হবে اِنۡ شَآءَ الله, ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন উভয়ের জন্যই এই পুস্তিকা একই ধরনের উপকারী সাব্যস্ত হবে। সাওয়াব অর্জন করা এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করার জন্য এই পুস্তিকা অধিকহারে প্রচার করুন এবং অসংখ্য নেকী অর্জন করুন।

মদীনার বিরহ, বাক্বী, বিনা হিসাবে ক্ষমা ও দোয়ার ভিখারী
আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنۡهُ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

ফয়যানে উম্মে আত্তার

জানশীনে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে আমার দাদীজানের জীবনী সম্বলিত **"ফয়যানে উম্মে আত্তার"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে এবং তার পুরো বংশকে নেক নামাযী ও সত্যিকার আশিকে রাসূল বানাও। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ প্রেরণ করলো, আল্লাহ পাক তার প্রতি দশবার দরূদ (অর্থাৎ রহমত) প্রেরণ করেন আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি দশবার দরূদ প্রেরণ করলো, আল্লাহ পাক তার প্রতি একশত বার দরূদ (অর্থাৎ রহমত) প্রেরণ করেন আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাজার বার দরূদ প্রেরণ করলো, তবে জান্নাতের দরজায় তার কাঁধ আমার কাঁধের সাথে হবে।

(মাতলাউল মাসাররাত, ৫২ পৃষ্ঠা)

বাঁচে বেকার বা'তোঁ ছে, পড়ে এ্যয় কাশ কসরত ছে
তেরে মাহবুব পর হার দম, দরূদে পাক হাম মাওলা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সুগন্ধিময় জায়গা

১৩৯৮ হিজরী অনুযায়ী ১৯৭৮ সালের কথা। গুগলি, মিঠাদার, ওল্ড সিটি এরিয়ায় (করাচী) অবস্থিত "বাদামী মসজিদ" এর নিকট একজন ইমাম সাহেব তাঁর আম্মাজানের সহিত বসবাস করতেন। সফর মাসে ১৭তম রাতে ইশার নামায পড়ানোর জন্য যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর আম্মাজানের নিকট এলেন। ইমাম সাহেবের দ্বীনি জ্ঞান একজন "আলিমে দ্বীন" এর চেয়ে কম ছিলো না। অসুস্থতার জীবনের আজ শেষ রাত ছিলো। সৌভাগ্যবান ছেলে ইশারের নামাযের জন্য যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, তখন আশ্চর্যজনক ভাবে আম্মাজান বললেন: বৎস! তোমার হাত দাও, যাতে আমি চুমু দিতে পারি। সৌভাগ্যবান ছেলে বললো: মা! এটা কেমন কথা বলছেন? আমিই আপনার হাত চুম্বন করবো। অবশেষে একে অপরের হাত চুম্বন করলো। এই ভক্তি ও ভালবাসাপূর্ণ কাজ শেষ করে সেই যুবক ইমাম সাহেব ঘর থেকে নূর মসজিদের (খারাদার, করাচী) দিকে নামায পড়ানোর জন্য চলে গেলেন এবং ইশার নামায আদায় করে যথারীতি সেখানে অনুষ্ঠিত হওয়া সাপ্তাহিক ইজতিমায়[১] নিজের পালা আসাতে তিনি উপস্থিত জনতার প্রশ্নের উত্তর দেয়াতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় একটি ছেলে তাঁকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এলো, কিন্তু তিনি দ্বীনি মাসআলা বলাতে লিপ্ত রইলেন, কিছুক্ষণ পর সেই ছেলে আবারো এলো এবং কাছে গিয়ে বা কারো মাধ্যমে বলে পাঠালো যে, আপনার বড় বোন আপনাকে বাড়িতে ডাকছেন, এবার সেই যুবকের

১... اَلْحَمْدُ لِلّٰہ আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামী শুরুর পূর্বেও মানুষদের দ্বীনি মাসআলা শিখাতেন এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবার নূর মসজিদে দ্বীনি মাসআলার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরের ধারাবাহিকতা চলতো।

খটকা লাগলো যে, হয়তো মায়ের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে, আসলে কয়েকদিন পূর্বে রবিবার আম্মাজানের শরীর খারাপ হয়েছিলো, তখন সেই ইমাম সাহেব ডাক্তারকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ডাক্তার চেকআপ করে ইশারায় কিছু বললো, যাতে মনে হলো যে, হার্টের কোন সমস্যা হয়েছে। ব্যস ইমাম সাহেব নিজের পাশে থাকা একজন বন্ধুর কানে কানে বললো: হয়তো আম্মাজানের কিছু হয়েছে, আমি বাড়ি যাচ্ছি, আপনিও আসুন, যখন দ্রুত বাড়ি পৌঁছলেন তখন দেখলেন কি, আম্মাজানের সাকরাতের অবস্থা (অর্থাৎ মৃত্যু) চলছিলো এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেলো আর মৃত্যুর ঝটকা আসছিলো। বড় বোন ভাইকে বললো: আম্মাজান আপনাকে অনেক মনে করছিলো (আসলে এই যুবক তাঁর পিতামাতার সবচেয়ে ছোট ছেলে ছিলো। মা আদর করে তাঁকে "**বাবু**" বলে ডাকতো।) মা বারবার বলছিলো: আমার বাবুকে ডাকো, আমার থেকে সে যেনো দূরে না যায়, তাকে দ্রুত ডাকো! আমি আম্মাজানকে যমযম শরীফের পানি পান করালাম, অতঃপর তাঁকে ইস্তিগফার ও কালিমা শরীফও পাঠ করালাম। কিন্তু আহ! যখন তিনি পৌঁছলেন তখন মায়ের হুঁশ ছিলো না এবং তিনি কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নেককার ছেলে এই যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য দেখে কোনভাবে নিজেকে সংবরণ করলো এবং দ্রুত সূরা ইয়াসিন শরীফের তিলাওয়াত করা শুরু করে দিলেন, কেননা হাদীসে পাকে মৃত্যু পথযাত্রীর পাশে সূরা ইয়াসিন শরীফ পাঠ করার উৎসাহ রয়েছে।(১) রাত দশটায় কুরআনে করীমের তিলাওয়াত চলাকালে

১... রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই মৃত্যু পথযাত্রীর মাথার পাশে সূরা ইয়াসিন শরীফ তিলাওয়াত করা হয়, আল্লাহ পাক তার প্রতি সহজতা প্রদান করে। **(মওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৫/৪৫৪, হাদীস ১৯৫)** অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: নিজেদের মৃতদের পাশে সূরা পাঠ করো। **(আবু দাউদ, ৩/২৫৬, ২৫৭, হাদীস ৩১২১)**

আম্মাজানের রূহ শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলো। গোসলের পর চেহারা মুবারক খুবই উজ্জল হয়ে গেলো এবং যেই জায়গায় আম্মাজানের রূহ কবজ হলো, সেই জায়গা থেকে সুগন্ধ আসতে লাগলো এবং ওফাতের প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত রাত সোয়া দশটার দিকে বাড়িতে খুবই সুন্দর একটি সুবাশ আসতে থাকে। সেই ইমাম সাহেব তাঁর বন্ধুদের রাতের বেলা নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতো এবং তাদেরকে সেই গায়েবী সুগন্ধ শুঁকাতেন, তৃতীয় দিবসে যখন ইমাম সাহেব তার আম্মাজানের কবরে ফুল রাখলেন তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই ফুল সতেজ ছিলো আর তাঁর হাত সারাদিন সেই ফুলের গন্ধে সুবাশিত ছিলো। আল্লাহ পাকের দয়ায় লোকেরা দেখলো যে, সাহাবা ও আহলে বাইতের رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن প্রতি ভালবাসা পোষণকারীনি, গউস ও খাজা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর ভক্তের এমন শান সহকারে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলো যে, চারিদিকে সুবাশ ছড়িয়ে পড়লো। এসবই মুস্তফার গোলামীর সদকা যে, যার প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ে যায়, তখন শুধু সে নয় বরং তার বরকতে পৃথিবী সুবাশিত হয়ে যায়।

উন কি তরবিয়্যত পে বারিশ হো আনওয়ার কি
মওলা রুতবা বাড়া উম্মে আত্তার কা

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন:

ওয়াসতা পেয়ারে কা এ্যয়সা হো কেহ জু সুন্নী মনে
ইউ না ফরমায়ে তেরে শাহিদ কেহ ওহ ফাজির গেয়া

www.dawateislami.net

আরশ পর ধুমে মাচে ওহ মুমিনে সালেহ মিলা
ফরশ পর মাতম উঠে ওহ তায়্যিব ও তাহির গেয়া

(হাদায়িকে বখশীশ, ৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আপনারা কি জানেন! এই নেককার যুবক, দ্বীনি মাসআলা শিক্ষা প্রদানকারী মসজিদের পেশ ইমাম এবং আম্মাজানের হাত চুম্বনকারী সৌভাগ্যবান ছেলে কে ছিলো? জি হ্যাঁ! তিনি আর কেউ নন বরং দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী بَیَّضَ اللّٰہ وجھہ، (অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর চেহারা আলোকিত করুন) ছিলেন আর ওফাতপ্রাপ্ত হওয়া সৌভাগ্যবান মহিলাটি তাঁর আম্মাজান ছিলেন।

জান্নাতে প্রবেশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের রহমতে আমীরে আহলে সুন্নাত بَیَّضَ اللّٰہُ وجھہ، এর আম্মাজানের প্রতি কিরূপ দয়া হলো যে, যমযম শরীফের পানি পান করে কালিমা ও ইস্তিগফার পাঠ করে মৃত্যু হলো। আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার শেষ বাক্য لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ (অর্থাৎ কালিমা তায়্যিবা) হলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আবু দাউদ, ৩/২৫৫, হাদীস: ৩১১৬) হে আল্লাহ পাক! উম্মে আত্তারের মাযারে তোমার রহমত বর্ষণ করো।

নাযিল হো সদা রহমত কে গুহরে আত্তার কি পেয়ারী আম্মী পর
হো পেয়ারে নবী কি খাস নযর আত্তার কি পেয়ারী আম্মী পর

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজানের ওফাতের এই ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষার একটি বিষয় এটাও যে, আমীরে আহলে সুন্নাতকে তাঁর আম্মাজান খুবই ভালবাসতেন, তাইতো আম্মাজান তাঁকে বলেছিলেন যে, আজ আমি তোমার হাত চুম্বন করবো। আহ! কথার পন্ডিত হওয়ার পরিবর্তে আমরা যেনো আমাদের চরিত্রকে সুধরে নিতাম। যখন পৃথিবীবাসী কাউকে ভালো মনে করে তবে নিশ্চয় সে ভালো কিন্তু যখন কারো চরিত্রের সাক্ষী তার পরিবারও দেয় তখন তার ভালো গুণের কথা কি আর বলার আছে। আল্লাহ পাক আমীরে আহলে সুন্নাতের সদকায় আমাদেরকে নেককার বানিয়ে দিক।

হো বাযাহির বড়া নেক সুরত কর ভি দেয় মুঝ কো আব নেক সীরত
যাহির আচ্ছা হে বাতিন বুরা হে ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উম্মে আত্তারের পরিচিতি

আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজানের নাম ছিলো “**আমেনা বিনতে হাজী হাশেম**”[১]। তিনি ভারতের গুজরাট প্রদেশের “**জুনাগড়**” রাজ্যের একচি গ্রাম কুতইয়ানায় পাক ভারত ভাগ হওয়ার পূর্বে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি নেককার ও পরহেযগার মহিলা ছিলেন। তাঁর এক ভাই ও তিনজন বোন ছিলো। ভাইয়ের নাম “নুর মুহাম্মদ ভুন্ডি” আর বোনের নাম ছিলো রাবেয়া, আয়েশা ও হাওয়া। আমীরে আহলে সুন্নাতের নানীজানের নাম ছিলো “**হালিমা**”।

১... মুসলমানদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দাদীজান এবং হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একজন শাহজাদীর নামও আমেনা ছিলো।
(মু’জামু কবীর, ১/৫২, হাদীস ১। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযের ৪২৫টি ঘটনাবলী, ১৮৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের ৩ জন খালা

আমীরে আহলে সুন্নাতের খালা রাবেয়া করাচীতেই বসবাস করতেন। আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর বাড়িতে প্রায় যেতেন। অপর খালা আয়েশা কলম্বোতে বসবাস করতেন। ১৯৭৯ সালে আমীরে আহলে সুন্নাতে যখন প্রথমবার কলম্বো তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়েছিলো। খুবই দারিদ্রতার মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন। তাঁর বাচ্চার আব্বুর নাম ছিলো "**আহমদ পাগগী**"। যিনি আমীরে আহলে সুন্নাতে তাঁর আব্বাজানের কসীদায়ে গাউসিয়া ওয়ালা[১] ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন। তৃতীয় খালা ছিলেন হাওয়া। আমীরে আহলে সুন্নাতের তাঁর সাথে কখনো সাক্ষাত হয়নি। তাঁর ব্যাপারে জানা যায় যে, তিনি মাদ্রাজ ভারতে[২] বসবাস করেন।

মামাজানের পক্ষ থেকে দাওয়াত

আমীরে আহলে সুন্নাতের একজনই মামা ছিলো, যাঁর নাম ছিলো "**নুর মুহাম্মদ ভুন্ডি**"[৩]। মামাজানের ঘর কেমন ছিলো, ব্যস একটাই কক্ষ, যাতে মাচান (Mezzanine) বানানো ছিলো, তাতে বৃদ্ধা নানী শুয়ে থাকতেন, মাচানটি এমন ছিলো যে, এর উপরে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যেতো না, কেননা ছাদের সাথে লেগে যেতো। মামাজান মাঝে মাঝে তাঁর

১... এই ঘটনা বিস্তারিত পাঠ করার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের আব্বাজানের জীবনী সম্বলিত পুস্তিকা "ফয়যানে আবু আত্তার" পাঠ করুন।

২... মাদ্রাজের বর্তমান নাম হলো চেন্নাই, এটি ভারতের তামিলনাড়ুর রাজ্যের রাজধানী এবং দেশের চতুর্থ বড় শহর।

৩... মেমন কমিউনিটিতে ভুন্ডি হলো Surname।

বোন অর্থাৎ উম্মে আত্তারকে দাওয়াত করতেন। যাতে আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন: আমরা ভাই বোনেরা মিলে যেতাম। আমীরে আহলে সুন্নাতের মামাজান ঈদের সময় বাড়ি আসতেন এবং সালামী হিসেবে তাঁর ভাগিনা, ভাগিনীদের আট আনা করে দিতেন।

(মাদানী মুযাকারা বনাম রুইয়াতে হেলাল, ২৮ রমযান ১৪৩৯)

সাহায্য করে দোয়া করাবেন না

আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর মামাজানের একটি অনন্য ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: একবার মামাজান আমাকে কোন এক গরীবকে খাবার পৌঁছে দেয়ার জন্য দিলেন। আমার আমার মুখ থেকে বের হয়ে গেলো: আমি ফকিরকে খাবার দিয়ে তাকে বলবো যে, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। মামাজান বললেন: ফকিরকে খাবার দিয়ে তাকে দোয়া করার জন্য বলা যেনো এমন যে, আপনি খাবার দিয়ে নেকীর বদলা চেয়ে নিলেন।

(তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৭ম পর্ব)

مَاشَآءَاللّٰه! মামাজানের এমন দূরদর্শী চিন্তাধারার প্রতি মারহাবা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদেরও رَحِمَهُمُ اللّٰهُ الْمُبِيْن এরূপ চিন্তাধারা কিতাবে লিখা রয়েছে, যেমনটি সমস্ত মুসলমানের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা এবং হযরত উম্মে সালমা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا যখন ফকিরদের নিকট কোন উপহার পাঠাতেন তখন যে নিয়ে যেতো তাকে বলতেন: তার দোয়ার বাক্য মনে রেখো, অতঃপর তার মতো শব্দাবলী সহকারে উত্তর দিতেন এবং বলতেন: দোয়ার বদলে তার জন্য দোয়া দিয়েছি যাতে আমাদের সদকা (অর্থাৎ তাকে দেয়া খয়রাতের সাওয়াব) নিরাপদ থাকে।

ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই ঘটনা উল্লেখ করার পর লিখেন: মোটকথা! সালেহীনরা (অর্থাৎ নেককার

www.dawateislami.net

বান্দারা) তো দোয়ার প্রত্যাশাও করতেন না, কেননা এটি বদলা নেয়ার সামঞ্জস্যতা আর তারা দোয়ার বদলে দোয়া দিতেন। মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক এবং তাঁর ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا ও এরূপ করতেন। (ইহইয়াউল উলুম, ১/২৯২ পৃষ্ঠা)

হয়তো মামাজানের দৃষ্টি বুযুর্গদের এই আমলের প্রতি ছিলো, যার কারণে তিনি তাঁর ভাগিনাকে এর উপর আমল করার উৎসাহ দিয়েছেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য গরীবদের সাহায্য করার তৌফিক দান করুক। আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের সকলের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّین صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কর এখলাস এ্যয়সা আতা ইয়া ইলাহী মেরা হার আমল ব্যস তেরে ওয়াস্তে হো

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

মামাজানের ওফাতের বেদনাদায়ক ঘটনা

আফসোস! মামাজানের ওফাত খুবই বেদনাদায়ক ভাবে হয়েছে, মামাজান তাঁর প্রথম পুত্রের বিবাহের কেনাকাটা করে বাড়ি ফেরার জন্য বাসে উঠতে গিয়ে পা পিছলে গেলো এবং আহ! মামাজান চলন্ত বাস থেকে পরে গেলেন আর তাঁর মাথা চাকার নিচে পড়ে গেলো এবং সাথে সাথেই মারা গেলেন। তাঁকে করাচীর প্রসিদ্ধ "**মেওয়া শাহ**" কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ পাক মরহুমকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক এবং তাঁর সদকায় আমাদেরকেও ক্ষমা করুক। اٰمِین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّین صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

৭৫ টাকায় ঘর পরিচালনা

আব্বাজানের ওফাতের পর আমীরে আহলে সুন্নাতের বড় ভাই **“আব্দুল গণী”** তাঁদেরই বংশীয় কুতইয়ানা মেমন এসোসিয়েশনের একটি দাওয়াখানায় চাকরি (Job) শুরু করেন। যেখানে তিনি শুরুতে মাসিক ৭৫ টাকা বেতন (Salary) পেতেন। যা দিয়ে তিনি তাঁর বিধবা মা এবং এতিম ভাই বোনের খেদমত করতেন।

উম্মে আত্তারের আত্মসংযম

আমীরে আহলে সুন্নাতের বয়স দেড় বা দুই বছর হলে তাঁর আব্বাজান হাজী আব্দুর রহমান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হজ্জে গমন করেন এবং মীনা শরীফে প্রচন্ড লু-হাওয়ার কারণে সম্ভবত ১৪ যিলহজ্জ শরীফে ওফাত লাভ করেন। পরিবারের অভিভাবকের ইন্তিকালের পর পরিবারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যেনো আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজানের উপর এসে গেলো। তিনি এই কঠিন পরিস্থিতিতে নিজের সন্তানদের সামলিয়েছেন এবং পরিশ্রম করে ঘর চালাতে রইলেন।

দু’টি দানা ক্ষমা করিয়েছেন

আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজান ঘরে ভাজা বুট এবং বাদাম ছিলকা ছাড়ানোর জন্য আনতেন, একসের[১] বুট ছিলকা ছাড়ালে চার আনা এবং একসের বাদামের ছিলকা ছাড়ালে এক আনা পেতেন। ঘরে

১... প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে ওজন ও টাকার হিসাব এমনই হতো। বর্তমানে প্রায় এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে, একসের কিলোগ্রাম থেকে কিছুটা কম হতো আর এক টাকায় ১৬ আনা হতো। এখন কিলোগ্রাম ও টাকায় ওজন ও দাম বলা হয়ে থাকে।

সবাই মিলে ছিলকা ছাড়াতেন। কাজের সময় আমীরে আহলে সুন্নাতে যেহেতু তখন সম্ভবত চার বা পাঁচ বছরের হবেন, দুই চার দানা খেয়ে নিতেন, তখন আম্মাজানকে বলতেন: মা মালিকের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিয়েন। আম্মাজান পারিশ্রমিক নেয়ার সময় কখনো মালিককে বলে দিতেন: বাচ্চারা দুই এক দানা খেয়ে নেয়। ক্ষমা করে দিবেন।

ঘরে ইবাদতের প্রবণতা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের ঘরে দ্বীনি পরিবেশ ছিলো, আমার বড় ভাই এবং আম্মাজান মিলে চাদর বিছিয়ে বাদামের উপর কিছু পাঠ করতেন। বয়স অল্প হওয়ার কারণে আমার এটা মনে নেই যে, কি পাঠ করতেন তবে ঘরের পরিবেশ ইবাদত ও নামায, রোযা ওয়ালা ছিলো। (মাদানী মুযাকারা, ৯ সফরুল মুযাফফর ১৪৪২ হিজরি)

আম্মাজানের বরকতে সম্পূর্ণ ঘর নামাযী

ঘরে প্রতিমাসে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর গেয়ারভী শরীফের নিয়ায হতো। উম্মে আত্তার নামায রোযার অনুসারী ছিলেন। আমীরে আহলে সুন্নাত বলতেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি যখন থেকেই বুঝতে শিখেছি তখন ঘরে নামায, জায়নামায এবং আম্মাজানকে চাদর জড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছি। বিশেষকরে ফজরের নামাযের জন্য আমাকে জাগাতেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه হাড়কাঁপানো শীতেও মসজিদে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন হতো।

(মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান পুরানী ইয়াদে, ২ পর্ব)

www.dawateislami.net

যেমন মা তেমন সন্তান

উম্মে আত্তারের সুবাশিত জীবনের এই অংশে আমাদের ইসলামী বোনদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। আহ! যেভাবে মা তার সন্তানকে সকাল সকাল স্কুল এবং চাকরীতে পাঠানোর জন্য উঠিয়েই ছাড়ে। আহ! এর চেয়েও বেশি নামায, রোযা এবং অন্যান্য ইবাদত আদায়ের মানসিকতা বানান। কেননা "**মায়ের কোল**" সন্তানের প্রথম শিক্ষাস্থল। যদি মা নেককার, নামায, রোযার, সুন্নাতের অনুসারী, লজ্জালশীলা ও সৎচরিত্রাবান হয় তবে তার সন্তানের মধ্যেও এই ভালো অভ্যাস স্থানান্তরিত হবে আর যদি আল্লাহ না করুন, মা নেক আমল থেকে দূরে, নাজায়িয ফ্যাশনকারী, গুনাহে ভরা টিভি চ্যানেল দেখে তবে এই মন্দ অভ্যাস সন্তানের মধ্যেও আসতে পারে। বর্তমানে অনেক পিতামাতা নিজের সন্তানদের অবাধ্যতায় কষ্ট পায়, ইমাম সাহেবকে দিয়ে দোয়া করায় এবং সন্তানের অসদাচরণের কারণে কান্নাকাটি করতে দেখা যায়। অথচ সন্তান নষ্ট হওয়ার কারণ অনেক সময় স্বয়ং পিতামাতার আমলহীনতার ভূমিকাও থাকে, পিতামাতার ভালভাবে চিন্তা করা উচিৎ যে, স্বয়ং তারা নিজের সন্তানকে কতটুকু দ্বীনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন!

সন্তানদের শিশুকাল থেকেই সামলে রাখুন

যাদের সন্তান এখনো ছোট, তাদের সকলের নিকট আবেদন যে, এখন থেকেই নিজের ঘরকে সুন্নাতের নীড়ে পরিণত করুন। ঘরকে ধর্মীয় ও দ্বীনি রঙে সাজান তবে আপনার আখিরাত সজ্জিত হওয়ার পাশাপাশি সন্তানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেও খুবই উপকৃত হবেন। ঘরকে নেকীতে ভরা

www.dawateislami.net

ঘর বানানোর জন্য নিজের ঘরে শুধুমাত্র মাদানী চ্যানেল চালান। আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক নাম কোমলমতি শিশুদের কানে রস ঢালতে থাকবে আর اِنْ شَآءَ الله এখন থেকেই রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার প্রদীপ প্রজ্জলিত হয়ে যাবে। নিজের সন্তানদের মিউজিক্যাল খেলনা ও এমন অনুষ্ঠান থেকেও বাঁচিয়ে রাখুন যেগুলোতে মিউজিক বাজানো হয়ে থাকে। আজকে বাঁচালেই আগামীতে গিয়ে বাঁচতে পারবে। নিজের সন্তানদের হুকুকুল ইবাদ (অর্থাৎ বান্দার হক) এর ব্যাপারেও শিখান যে, আমাদের কারো হক ক্ষুন্ন না করা এবং কারো কোন জিনিস চুরি না করা উচিৎ । এ ব্যাপারে উম্মে আত্তারের একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা পড়ুন:

উম্মে আত্তারের কিছু বৈশিষ্ট্য

আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজানের মধ্যে আরো কিছু গুণাবলী ছিলো, যেমন কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে না খাওয়া, কোন জিনিস ভুলে গেলে তবে এর জন্য অনুতপ্ত হওয়া, অনুমতি ব্যতীত কারো জিনিস নিজে থেকে না নেয়া ইত্যাদি। তিনি এরূপ কাজ সম্পাদনকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন এবং বলতেন: অনেক মহিলা সবজি কিনতে যায় আর বিনা অনুমতিতে নিজের থলেতে মরিচ ইত্যাদি নিয়ে নেয়। এমন করা উচিৎ নয়। অথচ সেই যুগে এটি সাধারণ বিষয় ছিলো যে, সবজির সাথে মরিচ, ধনিয়া ইত্যাদি দোকানদার নিজে থেকেই দিয়ে দিতো, এরপরও এতো সতর্কতার প্রতি মারহাবা।

আসলেই আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের কমতি নেই। মনে রাখবেন! হুকুকুল ইবাদের ব্যাপারটি খুবই স্পর্শকাতর। দেখতে ছোট্ট

হকও ক্ষুন্ন করা কবর ও আখিরাতে ফাঁসিয়ে দিতে পারে, অতএব কারো ছোট থেকে ছোট হকও ক্ষুন্ন করবেন না, জানিনা কোন গুনাহ আখিরাতে ফাঁসিয়ে দেয়।

একটি খড় জান্নাতে যেতে আটকে দিলো

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একজন ইসরাইলি ব্যক্তি তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ থেকে তাওবা করলো, সত্তর বছর পর্যন্ত লাগাতার এমনভাবে বন্দেগী (ইবাদত) করতে থাকলো যে, দিনে রোযা রাখতো আর রাতে জেগে ইবাদত করতো, না কোন ভাল খাবার খেতো, না কোন ছায়ার নিচে আরাম করতো। তার ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলো: আল্লাহ পাক আমার হিসাব নিয়েছেন, অতঃপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, কিন্তু একটি কাঠ যা দিয়ে আমি এর মালিকের বিনা অনুমতিতে দাঁত খিলাল করেছিলাম (আর এই বিষয়টি হুকুকুল ইবাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলো) এবং তা ক্ষমা করানো রয়ে গিয়েছিলো, এর কারণে এখনো পর্যন্ত আমাকে জান্নাতে যেতে আটকে দেয়া হয়েছে। (তাম্বিহুল মুগতারিন, ৫১ পৃষ্ঠা)

মনে রাখবেন! কারো মাল অন্যায়ভাবে নেয়া নাজায়িয ও গুনাহ এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। কুরআনে করীমেও এই ব্যাপারে নিন্দা করা হয়েছে। যেমনটি পারা ২ সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَلَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং পরস্পরের মধ্যে একে অপরের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"খাযায়িনুল ইরফান"** এ এই আয়াতের আলোকে লিখেন: এই আয়াতে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ গ্রাস করা হারাম বলা হয়েছে, তা লুট করে হোক বা ছিনিয়ে, চুরি করে হোক বা জুয়ার মাধ্যমে, হারাম তামাশা করে হোক বা হারাম কাজে, হারাম জিনিসের বদলে হোক বা ঘুষ কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে, সবই নিষেধ ও হারাম। (খাযায়িনুল ইরফান, ৫৪ পৃষ্ঠা)

উম্মে আত্তারের ঘটনার মাদানী বাহার

উম্মে আত্তারের একটি সতর্কতা মাদানী চ্যানেলে বলা হয়েছে, তো এর একটি মাদানী বাহার এভাবে প্রকাশিত হলো যে, এক ইসলামী ভাই বাড়িতে তার সন্তানের মায়ের সাথে মাদানী চ্যানেল দেখছিলো। উম্মে আত্তারের এই ঘটনা শুনে তার সন্তানের মা বললো: আপনি আজকে সকালে যেই সবজি এনেছেন, সেখানে ছোট্ট একটি বিটবীজও ছিলো। তা শুনে সন্তানের পিতা উত্তর দিলো: আমি তো বিটবীজ ক্রয় করিনি। সন্তানের আব্বু রাতের এই প্রহরে দোকান বন্ধ হয়ে যাওয়ার খেয়াল করে পরেরদিন যখন সবজি ওয়ালাকে একথা বলে আরো টাকা নিতে বললো তখন সবজি ওয়ালার উত্তর খুবই মনমুগ্ধকর ছিলো, সে বললো: জনাব! বিটবীজ চলে যাওয়াতে কোন সমস্যা নাই কিন্তু আপনি যেই সবজি নিয়েছিলেন তাতে বিটবীজ চলে আসার ফলে আমার চাহিদাকৃত সবজি পরিমাণে কমে গেছে, এখন যখন আপনি আমার থেকে সেই সবজি নিবেন

তখন আমাকে বলে দিবেন, আমি ততটুকু ওজনের সবজি বেশি দিয়ে দিবো। (মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান পুরোনো স্মৃতি, ৩২ পর্ব)

উম্মে আত্তারের সতর্কতা

সন্তানের যোগ্যতা ও গুণাবলীতে পিতামাতারও অংশ হয়ে থাকে। নেক এবং উত্তম স্বভাব পিতামাতা থেকে সন্তানের নিকটও স্থানান্তরিত হতে পারে। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه উম্মে আত্তার সর্বদা তাওবা করতে থাকতেন, কখনো এমনও হয়েছে যে, এমন কোন কিছু হয়ে গেলো যাতে কুফরীর সন্দেহ হতো তবে তাঁর যুবক ছেলে আমীরে আহলে সুন্নাতকে জিজ্ঞাসা করতো: এরূপ বলা কুফর তো নয়? ইন্তিকালের কয়েকদিন পূর্বে ভাই বোন জড়ো হয়ে তাওবা ও ঈমান নবায়নের সৌভাগ্য অর্জন করলেন এবং উম্মে আত্তার সম্ভবত নিজের জীবনের শেষ রবিবারও তাওবা ও সতর্কতামূলক ঈমান নবায়নের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

তাওবাকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমানে অবস্থা অনেক বেশি স্পর্শকাতর হয়ে গেছে, ঈমান হেফাযতের মানসিকতা কমে যাচ্ছে! ঈমান সামলে রাখা জরুরী। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষের উপর একটি যুগ এমনও আসবে যে, তখন মানুষের মাঝে নিজের দ্বীনের উপর ধৈর্যধারনকারী, আগুনের কয়লা হাতে নেয়ার মতো হবে।

(তিরমিযী, ৪/১১৫, হাদীস ২২৬৭)

www.dawateislami.net

মাদানী পরামর্শ

প্রতিদিন কমপক্ষে একবার যেমন; ঘুমানোর পূর্বে (কিংবা যখন ইচ্ছা) সতর্কতামূলক তাওবা ও ঈমান নবায়ন করে নিন। (আর যদি সহজে সাক্ষী পাওয়া যায় তবে স্বামী স্ত্রী তাওবা করে ঘরের মধ্যেই মাঝে মাঝে সতর্কতামূলক বিবাহ নবায়ন করে নিন। মা, বাবা, ভাই, বোন এবং সন্তান ইত্যাদি সজ্ঞান ও প্রাপ্তবয়ষ্ক মুসলমান পুরুষ ও মহিলা বিবাহের সাক্ষী হতে পারবে। সতর্কতা মূলক বিবাহ নবায়ন একেবারেই ফ্রি, এর জন্য কোন মোহরও প্রয়োজন নেই।)

হাকীম অপারেশন ব্যতীত চিকিৎসা করে দিলেন

"দা'ওয়াতে ইসলামী" প্রতিষ্ঠার পূর্বে একবার আমীরে আহলে সুন্নাতের গলায় অনেক ব্যাথা হলো এবং ফোঁড়ার মতো হয়ে গেলো। ডাক্তারের চিকিৎসায় কোন উপকার হলো না তখন সে বললো: হয়তো অপারেশন করাতে হবে। তাঁর আম্মাজান তাঁকে একটি প্রসিদ্ধ দেশী দাওয়াখানায় নিয়ে গেলেন। হাকীম সাহেব চেকআপ করে কিছু দেশী ঔষধ খেতে ও গড়গড়া করতে দিলেন। আল্লাহ পাকের দয়ায় সেই রোগ এমনভাবে চলে গেলো যে, আর কখনোই ফিরে আসেনি।

(মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান পুরোনো স্মৃতি, ২৮ পর্ব)

চুলকানী কিভাবে ঠিক হলো?

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রিয় আম্মাজানের অনেকদিন ধরে হাতের তালুতে বিরক্তিকর "ভেজা চুলকানী" খুবই জ্বালাতন করছিলো, কোন চিকিৎসাতেই নিরাময় হচ্ছিলো না। কারো পরামর্শে তিনি মেহেদীকে পানি

দ্বারা পাতলা করে এতে পরিমাণ মতো লেবুর রস দিয়ে সামান্য নীল তুত[১] মিশিয়ে চুলকানীতে লাগানো শুরু করলেন। اَلْحَمْدُ لِله এতে তার উপকার দেখা দিলো।[২] (ঘরোয়া চিকিৎসা, ৩৬ পৃষ্ঠা)

হে সবর তো খযানায়ে ফেরদৌস ভাইয়ো!
আশিক কে লব পে শেকওয়া কভী ভী না আ সেকে

একটি খেলার মাঠ

ছোট সন্তানকে সাধারণত পিতামাতা একটু বেশীই ভালবাসে, এরকমই অবস্থা আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রতিও ছিলো, কেননা তিনি পরিবারে সবার ছোট ছিলেন। আম্মাজান তাঁকে দূরে কোথাও যেতে দিতেন না। আমীরে আহলে সুন্নাতের বাল্যকালের এক বন্ধুর বর্ণনা কিছুটা এরূপ: আমীরে আহলে সুন্নাতের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে "**কাকড়ী গ্রাউন্ড**" নামে একটি খেলার মাঠ ছিলো। বাড়ি ও কাকড়ী গ্রাউন্ডের মাঝে একটি ছোট রাস্তা ছিলো, যাতে গাড়ির চলাচল থাকেই, আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজান তাঁর ছেলে "**বাবু**"র ভালবাসার কারণে তাঁকে রাস্তার ওপারে যেতে নিষেধ করতেন এবং তাঁর বাধ্য ছেলেও আম্মাজানের আনুগত্য করতেন। একবার আমি (অর্থাৎ সেই বন্ধু) তাঁকে রাস্তা পাড় হয়ে কাকড়ী গ্রাউন্ডে খেলার জন্য যেতে বললাম, তখন তিনি বললেন: না, আমার মা আমাকে সেখানে যেতে নিষেধ করেছেন। বন্ধু বললো: এখন মা কোথায় দেখছে! জিজ্ঞাসা করলে বলে দিও যে, আমি যাইনি।

১... এটি এক প্রকার বিষ, পাশারীর দোকানে পাওয়া যায়।
২... ডাক্তারের পরামর্শে এই চিকিৎসা আরোগ্য লাভ হওয়া পর্যন্ত চালু রাখা উচিত। যদি আবারো চুলকানী হয়ে যায় তবে আবারো এই চিকিৎসা করা উচিত।

www.dawateislami.net

তিনি নির্দিধায় বললেন: “**আমি মিথ্যা বলবো না।**”

(মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান পুরোনো স্মৃতি, ২২ পর্ব)

হে আশিকানে রাসূল! এই ঘটনায় যেমন ছেলের প্রতি মায়ের মমতার বর্ণনা রয়েছে, তেমনই মায়ের আনুগত্যের অনন্য উদাহরণও রয়েছে। ছোট শিশুদের উচিত যে, তারা যেনো তাদের পিতামাতার আনুগত্য করে, কেননা তাঁদের আনুগত্যের মধ্যেই মহত্ব নিহিত রয়েছে। পিতামাতার দোয়া সন্তানের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেয়। আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি এতে খুশি যে, আমার মা এই অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন যে, আমার সুধারনা তিনি আমার প্রতি খুশি ছিলেন এবং আমি মনে করি যে, আমি আজ যা কিছু পেয়েছি “**এটি সম্ভবত আমার মায়ের দোয়ার প্রতিফল।**” (অডিও বয়ান: ইনসান কি তাখলীক কা মকসদ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আম্মাজানের বেদনাদায়ক ইন্তিকাল[১]

আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন: আম্মাজানের ইন্তিকাল শরীফের প্রায় এক বছর পূর্বে বড় ভাই ১৫ মুহররমুল হারামে ৪০ কিংবা ৪৫ বছর বয়সে ট্রেন দূর্ঘটনায় মারা যান, আম্মাজান এতে খুবই দুঃখ পেয়েছেন। আম্মাজান ছেলের বেদনায় কাঁদতেন এবং ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিলেন। ১৭ সফর শরীফ ১৩৯৮ হিজরী বৃহস্পতিবার প্রায় সোয়া দশটায় আম্মাজান ইন্তিকাল করেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ আল্লাহ পাকের

১... পুস্তিকার শুরুতে আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজানের বেদনাদায়ক ইন্তিকারের সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে পরবর্তী অবস্থার কিছু বর্ণনা রয়েছে।

www.dawateislami.net

রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জিস জাগা পর ভিসালে মুবারক হুয়া
ওহ মেহেকতি থি ইউ জেইসে গুলযার সা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুমার দিন মৃত্যুবরণকারীর সাওয়াব

উম্মে আত্তারের মাযারে আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক। مَاشَآءَالله তাঁর জুমার রাত নসীব হয়েছে। জুমার রাতে মৃত্যুবরণকারী সৌভাগ্যবান "**শহীদ**" এর মর্যাদা লাভ করে থাকে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন বা জুমার রাতে ইন্তেকাল করলো, তাকে কবরের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেয়া হলো এবং সে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় আসবে যে, তার উপর শহীদের মোহর লাগানো থাকবে।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৮১, হাদীস ৩৬২৯)

কবরের পরীক্ষা থেকে নিরাপদ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বর্ণনা করেন যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেই মুসলমান জুমার দিন বা জুমার রাতে মৃত্যুবরণ করে, সে কবরের পরীক্ষা থেকে নিরাপদ থাকবে।" (তিরমিযী, ২/৩৩৯, হাদীস: ১০৭৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জামআত সহকারে নামাযের মহান প্রেরণা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আল্লাহ পাকের দয়ায় শুরু থেকেই জামআত সহকারে নামায পড়ার মানসিকতা ছিলো। এমনকি যখন আমার আম্মাজানের ইন্তেকাল হলো তখন বাড়িতে অন্য কোন পুরুষ ছিলো না, আমি একাই ছিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه মায়ের লাশ রেখে মসজিদে নামায পড়ানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছি। মায়ের বেদনায় নামাযের সময় আমার অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই অবস্থায়ও اَلْحَمْدُ لِلّٰه জামআত ছাড়িনি। অনুরূপভাবে বিয়ের দিনও সম্ভবত সমস্ত নামাযই জামআত সহকারে আদায় করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সামান্য মাথা ব্যাথা হোক বা সর্দি, জ্বর হোক বা যখন কোন আনন্দ শোকের সময় এসে যায় তখন অনেক নামাযের জামআত বরং নামাযই ছুটে যায়, আফসোস! নামাযীদেরও জামআত সহকারে নামাযের মানসিকতা কমে গেছে।

হযরত আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আহমদ রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেক সজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন এবং সক্ষম মুসলমানের (পুরুষ) উপর সহকারে নামায পড়া ওয়াজিব আর বিনা অপারগতায় একবারও জামআত বর্জনকারী গুনাহগার এবং কয়েকবার বর্জনকারী ফাসিক।

(ফুয়ূযুল বারী, ৩/২৯৭ পৃষ্ঠা)

আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজানের লাশ রেখে জামাআত সহকারে নামায পড়ানো আমাদের জন্য অনুসরনীয় যে, যতই বিপদাপদ আসুক না কেনো, ততক্ষণ জামআত সহকারে নামায ছাড়া উচিত নয় যতক্ষণ শরীয়ত অনুমতি দিবে না। আল্লাহ পাক আমীরে আহলে সুন্নাতের

সদকায় আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামআত সহকারে আর তাও নসীব হলে প্রথম সারীতে আদায় করার তৌফিক দান করুক। اٰمِین

মে পাঁচো নামাযেঁ পড়োঁ বা-জামাআত
হো তাওফিক এ্যয়সী আতা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আম্মাজানের জানাযার নামায

আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজানের জানাযার নামায জুমার দিন সম্ভবত জুমার পূর্বে নুর মসজিদ (যেখানে তিনি নামায পড়াতেন) এর বাইরে আদায় করা হয়। জানাযার নামাযে কিবলা হযরত আল্লামা মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন কাদেরী রযবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ও[১] তাশরীফ এনেছিলেন। আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁকে জানাযার নামায পড়ানোর জন্য আরয করলে তিনি আমীরে আহলে সুন্নাতকে **"আপনার আম্মা আপনিই পড়ান"** বলে জানাযার নামায পড়ানোর জন্য বললেন আর এভাবে ছেলেই তাঁর মায়ের জানাযার নামায পড়ান।

১... হযরত মাওলানা ক্বারী মুসলেহ উদ্দীন সিদ্দিকী কাদেরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর জন্ম ১৩২৬ হিজরীতে নানডির জেলা, হায়দারাবাদ দাক্কান ভারতে হয়। তিনি বাআমল আলিম, সুকণ্ঠের অধিকারী ক্বারী, উস্তাযুল ওলামা এবং শায়খে তরীকত ছিলেন। ৭ জমাদিউল আখির ১৪০৩ হিজরীতে ওফাত লাভ করেন, তাঁর মাযার মুবারক মুসলেহ উদ্দীন গার্ডেন করাচী পাকিস্থানে অবস্থিত। **(মাসিক ফয়যানে মদীনা, জুমাদিউল আখির ১৪৩৯ হিজরি)**

www.dawateislami.net

মরহুম থেকে প্রকাশ পাওয়া আশ্চার্যজনক বিষয়

হাজী মুহাম্মদ হানিফ বিল্লু[১] কিছুটা এরূপ বর্ণনা করেন: যখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর আম্মাজান মারা গেলেন তখন কিছুক্ষণ পর কিছু ইসলামী ভাই সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য উপস্থিত হলো, আমিও তাদের মাঝে ছিলাম। মা'র লাশ বাড়িতে রাখা ছিলো, আমীরে আহলে সুন্নাত বেদনায় বিপর্যস্ত হয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কালাম থেকে এভাবে ফরিয়াদ করছিলেন:

এ্যয় শাফীয়ে উমাম শাহ যী জাহ লে খবর
লিল্লাহ লে খবর মেরী আল্লাহ লে খবর

পরদিন আমি (অর্থাৎ হাজী হানিফ বিল্লু) আমীরে আহলে সুন্নাতকে বললাম যে, যখন আপনি আম্মাজানের পাশে কেঁদে কেঁদে প্রিয় নবীর দরবারে ফরিয়াদ করছিলেন, আপনার আম্মাজান আমাকে সম্বোধন করে মেমনি ভাষায় বলতে লাগলেন: (সারাংশ) "ইলইয়াসকে বলে দাও, দুঃখিত না হতে, আমি অনেক খুশিতে আছি।" একথা শুনে আমি বুঝে গেলাম যে, হয়তো আমার বিভ্রম হয়েছে, মৃত মানুষ কিভাবে কথা বলে? তাই আমি আপনার সাথে আলোচনা করিনি। দাফনের দিন আমি আমার রুমে ঘুমানোর জন্য শুয়েছি, তখনো জেগেই ছিলাম, হঠাৎ আমার সামনে আপনার মরহুম আম্মাজান এসে দাঁড়ালেন এবং মেমনি ভাষায় বলতে

১... ১২ রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪২৭ হিজরী মঙ্গলবার (১১-০৪-২০০৬ইং) হওয়া নাশতার পার্কের দূর্ঘটনায় শহীদ হাজী মুহাম্মদ হানিফ বিল্লু শুরুর দিকে মর্ডান যুবক ছিলেন। اَلۡحَمۡدُ لِله আমীরে আহলে সুন্নাতের ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে দ্বীনি পরিবেশ গ্রহন করেন, নামাযী হন এবং চেহারায় সুন্নাত অনুযায়ী দাড়ি রাখেন।

লাগলেন: (সারাংশ) তুমি আমার ছেলে ইলইয়াসকে এখনো বার্তা কেন দাওনি যে, "সে যেনো দুঃখিত না হয়, আমি অনেক আরামে আছি।" একথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এবং কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমি এই কথা বলে মাসআলা জানতে চাইলাম যে, আমার সাথে এমনটি কেনো হচ্ছে, আসলেই কি মৃতরা কথা বলতে এবং এরূপ ক্ষমতা লাভ করতে পারে? এ ব্যাপারে তিনি আমাকে দলীল দিয়ে বুঝালেন যে, এই ধরনের ঘটনাবলী আমাদের কিতাবে রয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তাঁর পছন্দনীয় বান্দাদের অসংখ্য ক্ষমতা দিয়ে থাকেন।(১) অতএব আমি প্রশান্তি লাভ করলাম, তাই আপনাকে এই সম্পূর্ণ বিষয়টি জানালাম। হাজী হানিফ বিল্লু সাহেব পরবর্তীতেও জানিয়ে ছিলো যে, আমি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে তাঁর আম্মাজানের বার্তা শুনিয়ে পার্শ্ব ফিরতেই মরহুম আম্মাজানের চেহারা আমার সামনে প্রকাশ হলো, দু'টি শব্দ আমি শুনলাম এবং অদৃশ্য হয়ে গেলো। সেই দু'টি শব্দ ছিলো: "**শুকরিয়া মেহেরবানী**।" আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১... মৃত ব্যক্তির জীবিত হওয়া তাছাড়া মৃত্যু ও কবরের ব্যাপারে আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সম্বলিত হযরত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর প্রায় ৫০০ বছর পুরোনো কিতাব "**শরহুস সুদুর**" পাঠ করুন। এই কিতাবটি www.dawateislami.net থেকে ফ্রি ডাউনলোড করে পড়া ও ফরোয়ার্ড করা যাবে।

www.dawateislami.net

উম্মে আত্তারের মাযারের সাথে গোলাম ইয়াসিন কাদেরী কে?

আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজানের মাযার শরীফের সাথে "গোলাম ইয়াসিন কাদেরী" নামে এক ইসলামী ভাইয়ের কবর রয়েছে। ইনি সায়্যিদী কুতবে মদীনা হযরত মাওলানা যিয়াউদ্দীন আহমদ মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুরিদ হওয়ার কারণে যিয়ায়ী ছিলেন এবং আমীরে আহলে সুন্নাতকে খুবই ভালবাসতেন। আমীরে আহলে সুন্নাত প্রায় তাঁর বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। উম্মে আত্তারের কবরের পাশে একটি খালি জায়গা ছিলো, যেখানে বসে ফাতেহা ইত্যাদি পাঠ করা হতো। গোলাম ইয়াসিন কাদেরীর ব্লাড ক্যান্সার হলো এবং তিনি মারা গেলেন তখন এই খালি জায়গায় তাঁকে সমাহিত করা হলো, যাতে আম্মাজানের কবরে হাজিরীর সময় তাঁর নিকটও আসা হতে থাকে। আল্লাহ পাক তাঁকে রহমত দান করুক। (মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান পুরোনো স্মৃতি, ৭ম পর্ব)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উম্মে আত্তার এবং জামেয়াতুল মদীনা (গার্লস)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه অনেক বছর ধরে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন "**দা'ওয়াতে ইসলামী**"তে দরসে নিজামী সম্পন্নকারী ইসলামী বোনদের বার্ষিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজানের ওফাত দিবসের নিসবতে ১৭ সফর শরীফ হয়ে থাকে। আল্লাহ পাকের রহমতে এখনো পর্যন্ত হাজারো সৌভাগ্যবান ইসলামী বোন দ্বীনি উলুম সম্বলিত কোর্স "**দরসে নিজামী**" সম্পন্ন করে ধন্য হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ১১ আগস্ট ২০২৩ ইং জামেয়াতুল মদীনা (গার্লস) মজলিশের সংবাদ অনুযায়ী পুরো

পৃথিবীতে প্রায় ১৪২৫৩ জন ইসলামী বোন ৬ বছরের দরসে নিজামী কোর্স এবং ৬১২৩ জন শিক্ষার্থী ৩ বছরের ফরয উলুম সম্বলিত ফয়যানে শরীয়ত কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে আর এর মধ্যে অনেকে এমনও রয়েছে, যারা ইলমে দ্বীনের ফয়যানে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভিন্ন বিভাগে দ্বীনি খেদমতে ব্যস্ত রয়েছে।

তেরা ঘর খেদমতে দ্বীঁ কা মারকায বনা
হাম পে এহসান হে তেরে আত্তার কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নাযিল হো সদা রহমত কে গুহর

নাযিল হো সদা রহমত কে গুহর, আত্তার কি পেয়ারে আম্মি পর
হো পেয়ারে নবী কি খাস নযর, আত্তার কি পেয়ারে আম্মি পর
মিল্লাত কো দিয়া এ্যয়সা বেটা, সুন্নাত কা ইলম জিস নে থামা
হো নুর কি বারিশ শাম ও সেহের, আত্তার কি পেয়ারে আম্মি পর
মাওলা! ইয়ে ঘরানা রেহে, তাহাশর ইউঁহি আবাদ রেহে
ফয়যান করম কে হোঁ গুল তর, আত্তার কি পেয়ারে আম্মি পর

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইয়াওমে পাক আ'গেয়া উম্মে আত্তার কা

(১৭ সফরুল মুযাফফর উম্মে আত্তারের ওফাত দিবস)

ইয়াওমে পাক আ'গেয়া উম্মে আত্তার কা
মাওলা মরকদ দেখা উম্মে আত্তার কা
হোঁ মে আদনা গদা উম্মে আত্তার কা
খুশ নসীবি মেরী সাগ হোঁ আত্তার কা
উন কি তারবিয়্যত পে বারিশ হো আনওয়ার কি
মাওলা রুতবা বড়া উম্মে আত্তার কা
জিস জাগা পর ভিসালে মুবারক হুয়া
ওহ মেহকতি ভি ইউঁ জেইসে গুলযার সা
তেরী আউলাদ অউর সারে আহবাব পর
রব কি রহমত রাহে উলফত সরকার কা
হাশর তক তেরে আহবাব ফুলে ফলেঁ
বোল বালা রেহে তেরে আত্তার কা
পেদরে আত্তার পর কর করম ইয়া খোদা
সাত জান্নাত মে দেয় উন কো সরকার কা
তেরা ঘর খেদমতে দ্বীঁ কা মারকায বনা
হাম পে এহসান হে তেরা আত্তার কা
উন সে আত্তার সি হাম কো নেয়ামত মিলি
হক হো কেয়সে আদা উম্মে আত্তার কা
দর পে হাজির হোঁ মে ইক নিগাহে করম
কাম বন জায়ে গা এক বদকার কা

www.dawateislami.net

ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:**

"যে আল্লাহ্ পাক ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে, তার উচিত কল্যাণের কথা বলা অথবা চুপ থাকা।"

(বুখারী, হাদীস: ৬০১৮)

আমার প্রিয় আম্মাজানের ওফাত দিবস হলো ১৭ই সফর। যদি সম্ভব হয় ১৭বার দরূদ শরীফ পাঠ করে ঈসালে সাওয়াবের মাধ্যমে আত্তারের এই দোয়া অর্জন করুন: **"আল্লাহ্ পাক! আপনাকে ও সকল উম্মতকে ক্ষমা করুন।"**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৫৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net